আজকের কাগজ

তারিখ 31 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা ও রাজনীতি

কোনো জাতির সার্বিক উন্নতির জন্যে শিক্ষা একটি অপরিহার্য শর্ত। আর আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে তা ১০০% খাটি। কিন্তু এ শিক্ষার ভেতর যদি সুকৌশলে রাজনীতি ঢুকিয়ে দেয়া হয় তা বিপজ্জনক বৈকি? আমাদের দেশে '৯২ শিক্ষা বছর থেকে এসএসসিতে এমসিকিউ পদ্ধতি (গণিত বাদে) চালু করা হয়েছে। এমসিকিউ পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী পরীক্ষা পদ্ধতির একটি সঠিক পন্থা। আমাদের দেশে নকল রোধ করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। '৯২ সালে এসএসসিতে– এ পদ্ধতি চালু হলেছে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বরের। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই এমসিকিউ পদ্ধতি সহজ করেছে তাদের প্রশ্ন ব্যাংকের ৫০০টি প্রশ্নের মধ্যে ৫০টি প্রশ্ন পাবার নিশ্চয়তা দিয়ে। ফলে যা হবার তা হয়েছে। ষ্টার মার্ক, ১ম বিভাগের ছড়াছড়ি। তাই সাধারণমানের কলেজে ষ্টারমার্ক প্রাপ্ত ছাত্ররাও চান্স পায়নি। ফলে বোর্ড কর্তৃপক্ষের এ কার্যক্রম সমালোচিত হয়েছে দারুণভাবে। তাই সরকার '৯৩ সালে এসএসসিতে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনাবলীতে আলাদা আলাদাভাবে পাস করার শর্ত দিয়েছিলো। কিন্তু হলো কি? কতিপয় খারাপ ছাত্র, যাদের শুধু সার্টিফিকেটের দরকার তারা আন্দোলন করে, গাড়ি গাড়ি ভাঙচুর করে এর প্রতিবাদ করলো। সঙ্গে অবুঝ কোমলমতি ছাত্ররাও। আগে শুনতাম ভার্সিটি/কলেজের ছাত্ররা আন্দোলন করে দাবি আদায় করে। কিন্তু আজকাল স্কুলের ছাত্ররাও আন্দোলন করে দাবি আদায় করে। পাছে সরকারের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন হয় একথা ভেবে সরকার উক্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করলো। এইতো আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মতিগতি। দেশের উন্নয়ন কেউ চায় না। সরকার নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে দেশের ভবিষ্যতকে পরিচালিত করছে অন্ধকারের দিকে। কতিপয় ছাত্রদের সামাল দেবার ক্ষমতা কি সরকারের নেই? নাকি সরকার ক্ষমতা চায়, শিক্ষা চায় না। তাইতো আমাদের মতো দেশে ছাত্রদের আজ এ করুণ অবস্থা। রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের ব্যবহার করছে হাতিয়ার হিসেবে। সন্ত্রাসের রাজত্বে শিক্ষাঙ্গন আজ হাবুডুবু খাচ্ছে। ছাত্ররা কলমের পরিবর্তে হাতে তুলে নিচ্ছে অস্ত্র। আমার বিশ্বাস রাজনৈতিক দলগুলো যদি আন্তরিক হয় তাহলে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব। সরকারের নিকট আমার আবেদন, রাজনীতিকে শিক্ষার সঙ্গে জড়াবেন না। যে দেশে শিক্ষিত যুবকেরা পর্যন্ত চাকরি পায় না, সে দেশে এতো বেশি পাস করা

ছাত্রের ভাগ্যে কি ঘটবে তা সহজে অনুমেয়। শুধু সার্টিফিকেট দিয়ে কি কর্মসংস্থান হবে? তাই এ ব্যাপারে আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও বিজ্ঞজনদের শুভ দৃষ্টি কামনা করছি।

রাজীব দাশ
কৈনপুরা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।